দৈনিক বাংলা

তারিখ ৪।৩।৮১
পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ... কলাম ...

049

খুলনা বিভাগে ৭৬টি খাল খনন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঝিকরগাছা, ২রা মার্চ।—১৯৭৯-৮০ সালে খুলনা বিভাগের ৫টি জেলায় স্বেচ্ছাশ্রমে ৭৬টি খাল খনন ও পুনঃখনন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ সময় ৮২টি খনন ও পুনঃখনন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল।

খননকৃত খালসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ২৩৮ দশমিক ৭৩ মাইল। এতে সেচের আওতায় এসেছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ১শ ৮৫ একর জমি। সম্ভাব্য অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হবে ২৯ লাখ ১২ হাজার মন।

যশোরে ১৯৭৯-৮০ সনে খুলনা বিভাগে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কার্যের মূল্যায়ন বিষয়ক সেমিনারে এ তথ্য পরিবেশিত হয়। তিন দিন-ব্যাপী এ সেমিনার গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে শেষ হয়েছে। সংস্থাপনমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) এম মাজেদুল হক ছাড়াও দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সেমিনারে অংশ নেন।

৭৬টি খাল খনন ও পুনঃখনন কাজে মোট মাটি কাটার পরিমাণ ৩০ কোটি ৫১ লাখ ৫২ হাজার ৯শ ৭৫ ঘনফুট। খননে অংশগ্রহণ করেন ৪৮ লাখ ৬ হাজার ৬শ ৯৩ ব্যক্তি।

জেলা অনুযায়ী খুলনার মোট ৪০ দশমিক ৬৫ মাইল দৈর্ঘ্যের ১৬টি খালে ২৩ হাজার ২শ ৫০ একর জমি, কুষ্টিয়ার ৬৪ দশমিক ৬৭ মাইল দৈর্ঘ্যের ১২টি খালে ৩৮ হাজার ৮শ ৫০ একর জমি, যশোরের ৪১ দশমিক ৪৪ মাইল দৈর্ঘ্যের ১৭টি খালে ৩৭ হাজার ২শ ৩৫ একর জমি, বরিশালের ৫৬ দশমিক ৬৬ মাইল দৈর্ঘ্যের ২২টি খালে ৪৭ হাজার ৪শ ৫০ একর জমি এবং পটুয়াখালী জেলার ৩৫ দশমিক ৩১ মাইল দৈর্ঘ্যের ৯টি খালে ২১ হাজার ৪শ একর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

১৯৭৯ সালের ১লা ডিসেম্বর খনন কাজ শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্ধেকের বেশি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়।